দৈনিক বাংলা 212

তারিখ 11 MAR 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 5

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

বাবলুর লাশ গ্রামের বাড়িতে প্রেরণ : আহত দু'জনের মৃত্যু

ভার্সিটিতে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ : হল কক্ষে আগুন

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

নিহত ছাত্রনেতা মাহবুবুল হক বাবলুর লাশ দাফনকে কেন্দ্র করে গতকাল বিকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পুলিশ ও ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। দেড় ঘন্টা স্থায়ী এ সংঘর্ষে পুলিশ কয়েক দফা লাঠিচার্জ এবং প্রায় শতাধিক রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ছাত্ররাও পাল্টা পুলিশের ওপর ইটপাটকেল ছোড়ে। সংঘর্ষে ছাত্র-পুলিশসহ বেশ কয়েকজন আহত হন। পুলিশ এ সংঘর্ষ চলাকালে ১৪ জনকে গ্রেফতার করেছে। এদিকে সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি হলে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ১০/১২টি কক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশে বাবলুর লাশ দাফনে পুলিশ বাধা দিলে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। সন্ধ্যার পর পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং বিএনপি নেতৃবৃন্দের মাঝে সমঝোতার ভিত্তিতে বাবলুর লাশ তার গ্রামের বাড়ি মনোহরদীর কিস্তিবাদীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

এদিকে মহসীন হলের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় আহত মইনু-

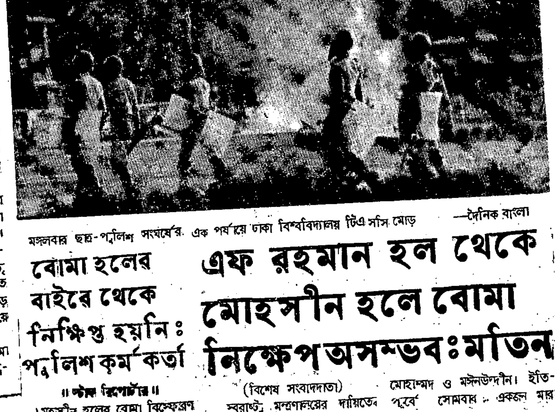

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

মঙ্গলবার ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষের এক পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি মোড় —দৈনিক বাংলা

বোমা হলের বাইরে থেকে নিক্ষিপ্ত হয়নি : পুলিশ কর্মকর্তা

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

মহসীন হলের বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, এ বোমা হলের বাইরে থেকে নিক্ষিপ্ত হয়নি বলে তদন্ত করে তারা নিশ্চিত হয়েছেন। বোমা কক্ষের ভেতরেই ছিল।

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

এফ রহমান হল থেকে মোহসীন হলে বোমা নিক্ষেপ অসম্ভব : মতিন

(বিশেষ সংবাদদাতা)

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত উপপ্রধানমন্ত্রী অধ্যাপক এম এ মতিন গতকাল জাতীয় সংসদে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন যে সোমবার মোহসীন হলের ৪২৬ নম্বর কক্ষে বোমা বিস্ফোরণে আহতদের আরও দু'জন মঙ্গলবার মারা গেছেন। এরা হলেন নূর-মোহাম্মদ ও মঈনউদ্দীন। ইতিপূর্বে সোমবার একজন মারা যান।

মন্ত্রী মোহসীন হলের ঘটনা সম্পর্কে পুলিশের বরাত দিয়ে জানান, ১০ই মার্চের হরতালের প্রস্তুতি হিসেবে হিংসাত্মক কাজের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ জাতী-

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

তারিখ 11 MAR 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 5

পুলিশ কর্মকর্তা

(প্রথম পৃঃ পর)

মঙ্গলবার দুপুরে পুলিশ নিয়ন্ত্রণ কক্ষে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সহকারী পুলিশ কমিশনার (দক্ষিণ) ও সহকারী পুলিশ কমিশনার (গোয়েন্দা বিভাগ) একথা জানিয়ে বলেন, মঙ্গলবার সকালে সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ রহমান হল থেকে এই বোমা নিক্ষেপের তথ্যটি সম্পর্কে তারা সরেজমিনে তদন্ত করে দেখেছেন।

তারা জানান, এফ রহমান হল ও মহসীন হলের মধ্যে ব্যবধান হচ্ছে ২৫ ফুট। আর পাঁচিল থেকে মহসীন হলের ব্যবধান হল ২০ ফুট। তাছাড়া একতলা বিশিষ্ট এফ রহমান হলের জানালায় 'নেট' সাঁটা আছে। তাই এই হলের কোন কক্ষ থেকে বোমা ছুঁড়ে মারার প্রশ্নই আসে না। অন্যদিকে নীচ থেকে এ ধরনের বোমা চারতলায় ৪২৬ নম্বর কক্ষের মধ্যে ছুঁড়ে মারা অসম্ভব। এই ৪২৬ নম্বর কক্ষ থেকে এফ রহমান হলের নিকটবর্তী অংশের মাঝে ব্যবধান হচ্ছে ৬০ ফুটের ওপর।

পুলিশ কর্মকর্তাদ্বয় বলেন, সোমবার বিকেল ৩টার মিনিট পাঁচেক আগে বোমা বিস্ফোরণের প্রচন্ড শব্দ পাওয়া যায়। বিকেল সাড়ে ৩টায় নিয়ন্ত্রণ কক্ষে এ খবর পৌঁছে। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তাকে টেলিফোনে পাওয়া যায়নি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত পুলিশ ঘটনাস্থলে যেতেও পারে না। অবশেষে বিকেল পৌনে ছয়টায় মহসীন হলের প্রাধ্যক্ষকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে।

সাংবাদিকদের উদ্দেশ্য করে তারা বলেন, আপনারাও ঘটনাস্থলে যাওয়ার চেষ্টা করে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন।

তারা জানান, বিকেল পৌনে ৬টায় মহসীন হলের চারতলায় ৪২৬ নম্বর কক্ষে পৌঁছে দেখা যায়—কক্ষের সকল আলামত সরিয়ে ফেলা হয়েছে। আসবাবপত্রও সরিয়ে নেয়া হয়েছে। কক্ষের সম্পূর্ণ মেঝে ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে। প্রচন্ড বিস্ফোরণে মারাত্মক আহতদের এক ফোটা রক্তের চিহ্নও কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্রশ্ন হচ্ছে কক্ষের সকল আলামত দ্রুত সরিয়ে ফেলা ও কক্ষের মেঝে পরিষ্কার করে ফেলার পেছনে উদ্দেশ্য কি ছিল?

পুলিশ কর্মকর্তাদ্বয় বলেন, বিস্ফোরণের নিজস্ব ধর্ম অনুযায়ী ছুঁড়ে মারা কিংবা গড়ানো কোন বোমাই কক্ষের মেঝে এভাবে ধসে যায় না। তাছাড়া নিক্ষিপ্ত বোমা বিস্ফোরণে মইনুদ্দিনের বা হাতের কব্জি কেবল উড়ে যেত না—তার

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

মতিন

(১-এর পৃঃ পর)

য়তাবাদী ছাত্রদল হলের উক্ত কক্ষে বোমা তৈরিতে নিয়োজিত ছিল। ঘটনাচক্রে বিস্ফোরণ ঘটে মাহবুবুল হক বাবলুসহ ৪ জন এ বিস্ফোরণে আহত হয়। এদের মধ্যে ৩ জন অছাত্র।

মন্ত্রী বলেন, বিগত ৩রা ফেব্রুয়ারী পুলিশ তিনটি অবৈধ পিস্তল, চারটি বোমা ও ধারালো অস্ত্রশস্ত্র রাখার জন্য উক্ত তিনজন অছাত্রকে গ্রেফতার করে। তারা পরে জামিনে মুক্তি লাভ করে। তিনি জানান, জাতীয়তাবাদীদলের এই ছাত্র সংগঠন এসব অছাত্রদের আশ্রয় দিয়ে রেখেছে। এরা বেআইনী অস্ত্র রাখে এবং নিয়মিত বোমা বানায়। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকাদারদের নিকট থেকে বেআইনীভাবে অর্থ-কড়ি আদায় করে থাকে।

মন্ত্রী বলেন, মোহসীন হলের ঘটনা সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল উদ্ভট ও বানোয়াট কাহিনী প্রচার করছে। তারা বলছে পার্শ্ববর্তী এফ রহমান হল থেকে মোহসীন হলের উক্ত কক্ষে বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে। মন্ত্রী এফ রহমান হল থেকে মোহসীন হলের ৪২৬ নং কক্ষের দূরত্ব অবস্থান এর বর্ণনা দিয়ে বলেন এটা অসম্ভব ব্যাপার। এই প্রচার সম্পূর্ণ অসত্য।

মন্ত্রী বলেন, বিএনপির এই ছাত্র সংগঠন বিভিন্ন অসামাজিক কাজে বিএনপিকে সমর্থন দিয়ে আসছে। ঘটনার পর মোহসীন হলের উক্ত কক্ষটি পরিষ্কার করে ফেলা হয়। রক্তের দাগ পর্যন্ত মুছে ফেলা হয়। সাংবাদিকদের ছবি তুলতে দেয়া হয়নি। এতে বোঝা যায় তাদের এই কাজ থেকে জনগণের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নেয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

উপপ্রধানমন্ত্রী এটাকে বুদ্ধিবৃত্তির অসততা আখ্যা দেন। তিনি বলেন, বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল তখন পেশাদার হত্যাকারীদের দলভুক্ত করে। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েও কিছু করতে না পেরে (স্পীকার জনাব শামসুল হুদা চৌধুরীকে লক্ষ্য করে বলেন) সেদিন আপনিসহ বিএনপির সাথে আমরা সম্পর্ক ছিন্ন করি।

মন্ত্রী বলেন, বিএনপির চেয়ারম্যান বেগম খালেদা জিয়া বাবলুর মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে একটি বিবরণ তৈরি করে পিজি হাসপাতালে তার কর্মীদের একই রকম বক্তব্য দেয়ার জন্য শিখিয়ে দেন। জনাব মওদুদ ও তার কাছে উক্ত বিএনপি কর্মীরা একথা স্বীকার করেছে। অধ্যাপক মতিন বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি এই বলে আহবান জানান, আপনি শুধু নেত্রীই নন—সন্তানের জননীও বটে। দেশের সন্তানরা যাতে এ ধরনের নাশকতামূলক কাজ হতে বিরত থাকে জাতির এটাই প্রত্যাশা।

উপপ্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পর ন্যাপ-এর মিঃ সুরঞ্জিত সেন বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন, এই হাউসে রুলিং আছে যাদের এখানে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ নেই তাদের সম্পর্কে কোন কথা বলা যাবে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুদ্ধিবৃত্তির অসততার অভিযোগ তুলেছেন। বেগম জিয়া ও বিএনপি নির্বাচন করেননি। এই সংসদে তাদের কোন প্রতিনিধিত্ব নেই। কাজেই তাদের প্রসঙ্গে যে বক্তব্য তা বাদ দেয়া হোক। সংসদনেতা জনাব মিজান চৌধুরী বলেন, কোন মন্ত্রী জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ৩০০ বিধি অনুযায়ী বক্তব্য পেশকালে যদি কারুর নাম এসে যায় তাতে কিছু করার নেই।

(১-এর পৃঃ পর)

দ্দিন ও নূর মোহাম্মদ গতকাল ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন। অপর আহত ইউসুফের অবস্থা এখনও গুরুতর।

গতকাল সকাল থেকেই জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ক্যাম্পাসে খন্ড খন্ড মিছিল বের করে। মিছিলে বাবলুর মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে বিভিন্ন স্লোগান দেয়া হয়। এক পর্যায়ে কিছু বিক্ষোভকারী এ এফ রহমান হলে প্রবেশ করে 'জে'-ব্লকের ৭/৮টি কক্ষ ভাঙচুর এবং বিছানাপত্রে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ ঘটনার পর এ হলের অনেক আবাসিক ছাত্রকে হল ছেড়ে চলে যেতে দেখা যায়। এসএম হলেও তিনটি কক্ষে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

সোমবার মহসীন হলে বিস্ফোরণের ঘটনায় নিহত জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল হক বাবলু এবং মইনুদ্দিনের লাশের ময়না তদন্ত হয়